সংবাদ

খেলাঘর আসরের প্রতিবাদ সভা

সাম্প্রদায়িক পাঠ্যপুস্তক প্রত্যাহারের দাবি

সুকৌশলে শিশুদের মনে জঙ্গিবাদ রোপণ করা হচ্ছে

নিজস্ব বার্তা পরিবেশক

জঙ্গিবাদের সুপ্ত উপাদান সুকৌশলে ঢুকিয়ে দেয়ায় কোমলমতি শিশুদের মনন আর বোধের স্ফুরণ ঘটানোর অন্যতম হাতিয়ার পাঠ্যপুস্তকে 'পাকিস্তানি দর্শন' প্রতিফলিত হচ্ছে বলে মন্তব্য করেছেন কেন্দ্রীয় খেলাঘর আসরের প্রতিবাদ সভায় বক্তারা। এর ফলে ভবিষ্যতে বাংলাদেশকে জঙ্গিবাদের আরও ভয়াল অন্ধকারে নিয়ে যাবে বলে আশঙ্কাও করছেন তারা। এজন্য অবিলম্বে সাম্প্রদায়িক, বৈষম্যমূলক ও ভুলে ভরা পাঠ্যপুস্তক প্রত্যাহার, বাহাত্তরের সংবিধানের ভিত্তিতে পাঠ্যপুস্তক প্রণয়ন, বাদ দেয়া লেখাগুলো সংযোজন করাসহ বেশ কিছু দাবি জানিয়েছেন তারা। গতকাল জাতীয় প্রেসক্লাবের সামনে 'ভুলে ভরা পাঠ্যবই, শিক্ষা ব্যবস্থায় সাম্প্রদায়িক ও বৈষম্যমূলক বিষয় অন্তর্ভুক্তির প্রতিবাদে এ সভা ও শিশু-কিশোর মানববন্ধন অনুষ্ঠিত হয়। কর্মসূচিতে সভাপতিত্ব করেন খেলাঘর কেন্দ্রীয় কমিটির সভাপতিমণ্ডলীর চেয়ারম্যান অধ্যাপিকা পান্না কায়সার। তিনি শিক্ষার্থীদের নৈতিক মূল্যবোধের পথে বাধা হয়ে দাঁড়ানো সাম্প্রদায়িক ও ধর্মীয় উস্কানিমূলক বক্তব্য প্রত্যাহারসহ ৭ দফা দাবি উত্থাপন করেন। এতে খেলাঘর কেন্দ্রীয় কমিটির সাধারণ সম্পাদক আবুল ফারাহ পলাশ, সভাপতিমণ্ডলীর সদস্য বীর মুক্তিযোদ্ধা নুরুর রহমান সেলিম, মুক্তিযোদ্ধা শফিকুর রহমান শহীদ, সহ-সাধারণ সম্পাদক সাহাবুল ইসলাম বাবু, সম্পাদকমণ্ডলীর সদস্য নছরু কামাল খান, হাফিজুর রহমান মিন্টু, কেন্দ্রীয় কমিটির সদস্য বীর মুক্তিযোদ্ধা পারুল বেগম, কোহিনুর বেগম শিল্পী, ফখরুল ইসলাম, আনিসুল ইসলাম অপু এবং সীমা রানী ঘোষ। এছাড়াও সংহতি প্রকাশ করে বক্তব্য রাখেন সম্মিলিত সামাজিক আন্দোলনের সাধারণ সম্পাদক সালেহ আহমেদ। কর্মসূচিতে খেলাঘর জাতীয় পরিষদের সদস্য এবং ঢাকা মহানগরীর বিভিন্ন শাখা আসরের শিশু-কিশোররাসহ নেতারা উপস্থিত ছিলেন। একই দিনে দেশের বিভিন্ন জেলা ও অঞ্চলে মানববন্ধন কর্মসূচি পালিত হয়।

প্রতিবাদ সভায় বক্তারা বলেন, এক ভয়ানক সাম্প্রদায়িক বিষে আক্রান্ত শিক্ষাব্যবস্থা। ২০১৭ সালের প্রথম দিনেই ছাত্রছাত্রীদের হাতে হাতে পৌঁছে যাওয়া পাঠ্যপুস্তকের ঝকঝকে মলাটের ভেতরে বীভৎস মৌলবাদী পরিকল্পনায় ঢুকিয়ে দেয়া হয়েছে সম্প্রদায় ও জাতিগত বৈষম্য ও নারী পুরুষের বৈষম্য। বই উৎসব আর বই উৎসব থাকেনি। তা পরিণত হয়েছে মৌলবাদীদের অট্টহাসিতে। সুকৌশলে পাঠ্যপুস্তকে ঢুকিয়ে দিচ্ছে জঙ্গিবাদের সুপ্ত উপাদান। আমাদের কোমলমতি শিশুদের মনন আর বোধের স্ফুরণ ঘটানোর অন্যতম হাতিয়ার এই পাঠ্যপুস্তকে প্রতিফলিত হচ্ছে পাকিস্তানি দর্শন। এ পাঠ্যপুস্তকে যে সুপরিকল্পিতভাবে সাম্প্রদায়িকতার চাষ করা হচ্ছে, তা ভবিষ্যতের বাংলাদেশ নিয়ে যাবে, জঙ্গিবাদের আরও ভয়াল অন্ধকারে। বক্তারা আরও পাঠ্যপুস্তক : পৃষ্ঠা : ১৫ ক : ১

পাঠ্যপুস্তক : প্রত্যাহারের

(১ম পৃষ্ঠার পর)

বলেন, ধর্মীয় দ্বি-জাতিত্বকে পরাজিত করে মুক্তিযুদ্ধের মাধ্যমে আমরা অর্জন করেছিলাম স্বাধীন বাংলাদেশ। পঁচাত্তরের পর বাংলাদেশে একাত্তরের পরাজিত শক্তি ফুলে ফেঁপে বিষবৃক্ষের রূপ লাভ করেছে। ক্ষমতাকেন্দ্রিক রাজনৈতিক দলগুলোর প্রত্যক্ষ-পরোক্ষ পৃষ্ঠপোষকতায় স্বাধীনতার পর তারা একে একে প্রবেশ করেছে আমাদের রাজনীতি, অর্থনীতি, সমাজনীতির মধ্যে। আর এখন ক্রমেই সুকৌশলে আধিপত্য বিস্তার করেছে আমাদের শিশুদের মনোজগতে। তারা বলেন, এবারের পাঠ্যপুস্তকে রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরের কবিতা বাদ দেয়া হলো, সত্যেন সেন, রনেশ দাশগুপ্তের মানব দর্শনের বোধ থেকে শিশুদের দূরে রাখার ষড়যন্ত্র করা হলো। এস ওয়াজেদ আলীর ভ্রমণ কাহিনীকে ধর্মীয় দৃষ্টিকোণের মিথ্যা ধুয়া তুলে বাদ দেয়া হলো। অধ্যাপক হুমায়ুন আজাদের একটি অনন্য মাধুর্যময় কবিতা তুলে নেয়া হলো। কুসুমকুমারী দাসের কবিতার সম্পাদনায় ছুরি চালানো হলো।

কেন্দ্রীয় খেলাঘর আসর বাংলাদেশের ঐতিহ্যবাহী জাতীয় শিশু-কিশোর সংগঠন। বায়ান্নোর চেতনায় ১৯৫২ সালের ২ মে সংগঠনটি প্রতিষ্ঠিত হয়। দেশের সূর্য সন্তান শহীদ শহীদুল্লাহ কায়সার, সাংবাদিক-সাহিত্যিক সত্যেন সেন, রনেশ দাশগুপ্ত, জহির রায়হান, পটুয়া কামরুল হাসান, সাংবাদিক বজলুর রহমান প্রমুখ দেশপ্রেমিক বুদ্ধিজীবীর সাহচার্যে এই সংগঠন গড়ে ওঠে। সাম্প্রদায়িক রাষ্ট্র পাকিস্তানের অক্টোপাস থেকে বেরিয়ে প্রগতিশীল অসাম্প্রদায়িক রাষ্ট্র গঠনের জন্য শিশু-কিশোরদের মননে স্বাধীনতা যুদ্ধের অঙ্কুর বপনের কাজটি করেছিল খেলাঘর। দেশের অধিকাংশ শিশু-কিশোর স্বাধীনতা প্রেমিক হিসেবে গড়ে উঠেছিল। স্বাধীনতা-উত্তর বাংলাদেশে মুক্তিযুদ্ধের মাধ্যমে অর্জিত চার মূলনীতি গণতন্ত্র, জাতীয়তাবাদ, সমাজতন্ত্র ও ধর্মনিরপেক্ষতার নির্যাসে গঠিত মুক্তিযুদ্ধের চেতনায় শিশু-কিশোরদের গড়ে তোলার জন্য কেন্দ্রীয় খেলাঘর আসর কাজ করে যাচ্ছে। এ কথা বলার অপেক্ষা রাখে না যে এদেশের প্রগতিশীল অধিকাংশ বুদ্ধিজীবী, রাজনীতিবিদ ও বিভিন্ন পেশাজীবী বুদ্ধিদীপ্ত মানুষের হাতেখড়ি এই খেলাঘর থেকে। ভুলে ভরা পাঠ্যবই, শিক্ষা ব্যবস্থায় সাম্প্রদায়িক ও বৈষম্যমূলক বিষয় অন্তর্ভুক্তির প্রতিবাদে কর্মসূচিতে জানানো হয়, অসাম্প্রদায়িক, মানবিক ও বিজ্ঞান প্রযুক্তিসম্মত শিক্ষাব্যবস্থা গড়ে তোলাই আমাদের পবিত্র সংবিধানের নির্দেশ। কিন্তু ২০১৭ সালের ১ জানুয়ারি কোমলমতি শিশু-কিশোরদের হাতে তুলে দেয়া হয়েছে সাম্প্রদায়িকতাপুষ্ট পাঠ্যবই। এজন্য কেন্দ্রীয় খেলাঘর আসরের নেতৃত্বাধীন সারাদেশে প্রায় ৬৫০টি শাখা আসরের অসংখ্য অভিভাবক-অভিভাবিকা, কর্মী, সংগঠক ও শিশু-কিশোর শিক্ষার্থীরা উদ্বিগ্ন।